কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর শামীম জাহাঙ্গীর হত্যা মামলায় দুইজন গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) রাতভর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর এলাকার নাহারুল মন্ডলের ছেলে বিপ্লব এবং রবিউল ইসলামের ছেলে আলিফ ইসলাম।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, প্রাথমিক ভিডিও ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ফরজ আলী নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হলেও পরে তাকে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোরআন অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত ১১ এপ্রিল ফিলিপনগরের দরবার শরিফে পীর শামীম জাহাঙ্গীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ সময় দরবারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং তিনজন অনুসারী আহত হন।

এ ঘটনায় ১৩ এপ্রিল নিহতের বড় ভাই ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় চারজনের নাম উল্লেখসহ ১৮০ থেকে ২০০ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানায় ১৪ ঘণ্টা সাংবাদিককে আটক রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর একটি হত্যা মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাত ১২টার দিকে উপজেলার গাড়াগঞ্জের বড়দা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত তাকে শৈলকুপা থানার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় আটকে রাখার কোনো কারণই জানায়নি পুলিশ। ওই সাংবাদিকের পরিবারের দাবি, ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর কেন বা কী উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলো তা স্পষ্ট নয়। অথচ সংঘর্ষে হত্যার শিকার মোহন শেখ তার চাচাতো দাদা হন।

আশরাফুল ইসলাম বাংলা এডিশনের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি এবং ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শৈলকুপা উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আক্কাচ আলীর ছেলে। পূর্বে তার নামে কোনো মামলা নেই বলে জানিয়েছে শৈলকুপা থানার পুলিশ।

আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শান্তা খাতুন বলেন, শনিবার রাতে তার স্বামী আশরাফুল ইসলাম স্ত্রীর বাবার বাড়ি ব্রাহিমপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় রাত ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বড়দা ব্রিজ এলাকায় ডেকে আনেন শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম। থানার ওসি ওই সাংবাদিকের সঙ্গে চা খাবেন জানিয়ে তাকে শৈলকুপা থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে থানায় তাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়।

আশরাফুলের বাবা আক্কাচ আলী বলেন, “আমার ছেলে পেশায় একজন সংবাদকর্মী। সে দীর্ঘদিন ধরে জেলা শহরে বসবাস করে আসছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলেও পুলিশ তাকে থানায় ১৪ ঘণ্টা আটকে রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। আমার ছেলে নিরপরাধ। যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেই মামলার বাদী আমার আপন

চাচাতো ভাই। যিনি হত্যার শিকার হয়েছেন, তিনি আমার ছেলের আপন চাচাতো দাদা। আমার ছেলেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।”

মামলার বাদী মোহন শেখের ছেলে হারুন অর রশিদ বলেন, “গত ২৩ এপ্রিল সকালে আমার বাবাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ৪২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। অথচ রোববার দুপুরে সেই মামলায় আমার আপন চাচাতো ভাতিজা আশরাফুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আমার বাবা হত্যার ঘটনায় ভাতিজা জড়িত নয়। ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “আমার ভাতিজা সাংবাদিকতা করে, জেলা শহরে থাকে। সে হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় এ কথা জানালেও পুলিশ তাকে আদালতে পাঠিয়েছে।”

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, “একটি মামলার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আশরাফুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছিল। এখন তাকে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।” কী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্নে ওসি বলেন, “আদালতে খোঁজ নিয়ে মামলার বিবরণ জেনে নিন।”

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, নিহতের সঙ্গে তার নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। মামলার এজাহারে নাম না থাকার পরও তাকে গ্রেপ্তার এবং স্বয়ং বাদীর আপত্তির বিষয়টি পুলিশের পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই ঘটনাকে ‘আইনের অপপ্রয়োগ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করতেই এই নাটকীয় গ্রেপ্তারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা অবিলম্বে ওই সাংবাদিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যার ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে মামলা, গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গত বৃহস্পতিবার সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ নিহতের ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার বিকালে নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে এই হত্যা মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শের আলী নামের এজাহারভূক্ত এক আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গত বৃহস্পতিবার উপজেলার ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোহন শেখ নামের এক জন নিহত হন।

এ ঘটনায় নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে শনি বার দুপুরে ৪২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি আরও বলেন এই মামলায় শের আলী নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানান।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে গুলির ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুল হোসেনকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মেয়ে স্বর্ণালী সাবনম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলা নম্বর ৩১, তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২৬। মামলায় এজাহারভুক্ত তিনজনসহ অজ্ঞাত আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার প্রধান আসামি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাহারবাটি বাজারের ওয়ার্কশপ মালিক আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক মুকুল হোসেনকে সোমবার ভোরে কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় এলাকায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি ছোড়া হলে চারটি গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে অস্ত্রোপচার করে পিঠের দুটি গুলি বের করা সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামির

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামি রিগান হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আসামীর ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রিগান হোসেন সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া উত্তরপাড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১০ মার্চ শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশু পার্শ্ববর্তী তেরোঘরিয়া গ্রামে তার নানাবাড়িতে বেড়াতে যায়। ১৫ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটি নানাবাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় রিগান হোসেন তাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দোকানঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ঘটনার পর শিশুটি অচেতন হয়ে পড়লে আসামি পালিয়ে যায়। পরে রিগানের মা ছকিনা খাতুন রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে নানাবাড়িতে রেখে যান। জ্ঞান ফিরে পেলে শিশুটি ঘটনাটি জানায়। পরে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মামলায় ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। বিচার চলাকালে আসামি দোষ স্বীকার করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ দণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে নারী শিশু নির্যাতন দম ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পি পি) মোস্তাফিজুর রহমান এবং আসামী পক্ষে পল্লব ভট্টাচার্য ও ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

দর্শনায় ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার ভোর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমান দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা মাঝপাড়ার মৃত বাবলু আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল গভীর রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি আনিছুর রহমানকে আটক করা হয়।

দর্শনা থানার ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে বুধবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

গাংনীতে অবৈধ ভাবে ডিজেল মজুদের চেষ্টার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে লরি থেকে তেল নামানোর ঘটনায় গাড়ির চালক ও তেল ক্রেতার নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতের মাধমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলেন, একই উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে উজ্জ্বল হোসেন ও সাহেব নগর গ্রামের রিপন হোসেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন জানিয়েছেন, রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে অবৈধ ভাবে অধিক মুলে বিকির উদ্দেশে লরি থেকে তেল নামানোর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছে থাকা সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল তেল বোঝায় লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।

অবৈধভাবে তেল বেচাকেনার দায়ে লরি চালক উজ্জল হোসেন ও তেল কেনায় জড়িত রিপন আলীর বিরুদ্ধে মামলা শেষে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দুদকের মামলায় ফেঁসে গেলেন সাবেক মেয়রসহ চার কর্মকর্তা

চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। তদন্ত শেষে ঝিনাইদহ দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে চার্জসীট দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাবু বিশ্বাস। মামলায় অন্যান্য আসামীরা হলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক সচিব আজমলহোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চান ও হিসাব রক্ষক মখলেচুর রহমান। তারা ২০১১ সালের ১ জুন থেকে ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭টি কাজের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ ও ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা উত্তোলন করেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন কাজের বিলের টাকা বিল

ভাউচারের বিপরীতে চেকে অতিরিক্ত অঙ্ক বসিয়ে ও অঙ্কটি কথায় লিখে আসল চেকের টাকাসহ অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার হিসাব নং ৩১৬ থেকে তিন লাখ আটান্ন হাজার উনিশ টাকার বিপরীতে চেকের মাধ্যমে তারা ৩০ লাখ টাকা অতিরিক্ত তুলে নেন। এই নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর বিরুদ্ধে দুদক তিনটি মামলায় চার্জসীট দিল।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১ জুন তারিখে পৌরসভার ক্যাশ বইতে জনৈক নওশের আলীর নামে ১০ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ আছে। অথচ ১০ হাজার টাকার স্থলে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে চার লাখ টাকা বেশি উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। নওশের আলী ছাড়াও যাদের নামে চেক ইস্যু করা হয়েছে তারা হলেন, প্রসাশনিক

কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চানের নামে ১২টি, নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীনের নামে ২০১৩ সালের ৩ মার্চ ৩০৬ নং ভাউচারে ৩ হাজার ২১২ টাকার স্থলে ২ লাখ ৩ হাজার ২১২ টাকা, ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টম্বর হিসাব রক্ষক মখলেছুর রহমানের নামে ৭৯ নং ভাউচারে ১৩ হাজার দুই’শ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৩ হাজার ২০০ টাকা, ২০১১ সালের ৬ জুন দেলোয়ার হোসেনের নামে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, ২০১১ সালের ২৩ আগষ্ট এবং ২০ সেপ্টেম্বর ১১৩ ও ১৫৫ নং ভাউচারে সাইদুর রহমানের নামে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকার স্থলে ৩ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকা, কনজারভেন্সি পরিদর্শক সামছুল আলমের নামে যথাক্রমে ১০, ৪৫, ১০০, ১৪৮ ও ৩৮২ নং ভাউচারে এক লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকার স্থালে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকা, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি ২২১ নং ভাউচারে কমিশনার তোফাজ্জেল হোসেনের নামে ২১ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ২১ হাজার, ২০১৩ সালের ১১ আগষ্ট ৩৭ নং ভাউচারে পানি বিভাগের বিল ক্লার্ক আনোয়ার হোসেনের নামে ৫ হাজার ৪০ টাকার স্থলে ২ লাখ ৫ হাজার ৪০ টাকা, একই বছরের ১১ আগষ্ট ৩৪ নং ভাউচারে কমিশনার মতলেব মিয়ার নামে ৫০ হাজার টাকার স্থলে দেড় লাখ টাকা, ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি ২৪৩ নং ভাউচারে জনৈকা সাহিনা মৌসুমির নামে ১০ হাজারের স্থলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, ১১০ নং ভাউচারে কমিশনার সাইফুল ইসলাম মধুর নামে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে যার চেক নং ৯৩৯৪৮৩৯, ৩০ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালের পহেলা মে মাসে ৩০০ নং ভাউচারে মিঠু ইলেক্ট্রনিক্সের নামে ১৫ হাজার ৪১০

টাকার স্থলে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা, ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ২১৯ নং ভাউচারে কমিশনার বশির উদ্দীনের নামে ৫০ হাজারের স্থলে আড়াই লাখ টাকা, ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং চেকে রবিউল ইসলামের নামে ৯ হাজার ৬৫০ টাকার স্থলে ৪ লাখ ৯ হাজার ৬৫০ টাকা, ২০১২ সালের ১৮০ ও ২০১৪ সালের ২৮০ ভাউচারে স্যানেটারি ইন্সপেক্টর শংকর কুমার নন্দীর নামে ৭২ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং ২০১৩ সালের ২০ নভেম্বর ১৩৩ নং ভাউচারে ইঞ্জিনিয়ার মুন্সি আবু জাফরের নামে ২১ হাজারের বিপরীতে ১ লাখ ২১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়।

এমন অভিযোগের একটির বিষয়ে সত্যতা জানতে ঝিনাইদহ শহরের মিঠু ইলেক্ট্রিকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তাদের দোকান থেকে ২০১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি দুই হিসাবে ৩২’শ টাকা, একই বছরের ৭ জুলাই ২৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২০ এপ্রিল ৯৩০০ টাকার হিসাব পরিশোধ করা হয়। কোনক্রমেই তাদের দুই লাখ টাকার বিল পৌরসভা দেয়নি।

চার্জসীটের বিষয়ে ঝিনাইদহ দুর্নীতিদমন কমিশনের আইনজীবী এ্যাড আবু তালেব শুক্রবার দুপুরে জানান, “চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ পৌরসভার

সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। চার্জসীট দাখিলের পর আসামীদের আদালত থেকে জামিন গ্রহনের বিধান রয়েছে। তবে তারা জামিন নিয়েছেন কিনা তা জানি না”।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গ্রাম্য দলাদলির কারণে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য সাহাবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যা মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দিয়েছেন আদালত

সেই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।

সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এনায়েত কবির সরকার দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের মিটন পশ্চিমপাড়ার মহিন প্রামাণিকের ছেলে আসাদুল প্রামাণিক ওরফে কালু (৪৪), একই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে হাবিল হোসেন (৫৫), ওমর আলীর ছেলে মিলন হোসেন (৩৫) এবং মাজিহাট এলাকার মসলেম মোল্লার ছেলে এবং মিটন পশ্চিমপাড়ার জালাল বিশ্বাসের জামাতা আবু তাহের (৪৭)।

রায় প্রদানকালে দণ্ডপ্রাপ্ত আবু তাহের ছাড়া অপর তিনজন আসামি উপস্থিত ছিলেন। আবু তাহের পলাতক রয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। তাদের মধ্যে হামলা, মামলা, মারধর ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী।

তারই ধারাবাহিকতায় এই মামলার বাদী সুমী খাতুনের স্বামী কৃষিশ্রমিক সাহাবুল মন্ডল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত ।

২০১৯ সালের ২০ অক্টোবর বিকালে মিটন গিয়াসমোড় এলাকায় বাজার করতে যান সাহাবুল ইসলাম এবং তার ছেলে সাব্বির। বাজারের ব্যাগসহ সাব্বিরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন সাহাবুল। তার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

পরদিন ২১ অক্টোবর বুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে সাহাবুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় ওইদিন মিরপুর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন। যার মামলা নং-২৫।

মামলাটি তদন্ত শেষে মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম জাবীদ হাসান ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

এ মামলায় দীর্ঘ বিচারকার্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।